229887 - উপহার প্রদানরে কছিু ধরন সম্পর্কে তার জজ্ঞিাসা, এগুলো কি হারাম ঘুষরে অন্তর্ভুক্ত হবে?

প্রশ্ন

আমি সরকারি চাকুরজিীবী একজন নারী। কর্মক্ষত্রেে আমার বশে কছিু বান্ধবী আছনে। আমাদরে মাঝে উপহার আদানপ্রদানরে হুকুম কী? হোক তা বয়িে উপলক্ষে কংিবা পারস্পরকি সৌহার্দ্য বৃদ্ধরি জন্য? উল্লখ্যে, আমাদরে মাঝে কোনো স্বার্থ নইে। আমাদরে কউে অন্য কারো বস নয়। বরং আমরা সবাই একই মর্যাদার পদবীতে চাকুরি করি। আমি শুচবিায়ুগ্রস্ত একজন মানুষ। সব কছিুতে বশেি ঘাটাঘাটি করি। উপহার আর ঘুষরে মাঝে পার্থক্য করতে পারি না। আমি এই প্রশ্নটওি করতে চাই: আমি মাঝে মাঝে চকলটে নয়িে আসি। আমার বভিাগরে সকল নারী কর্মকর্তাকে সটেি উপহার দইি। আমি কি আমাদরে মহলিা বসকওে এই উপহার দতিে পারব? নাকি এটা জায়যে হবে না? আমি এ প্রশ্নও করতে চাই: আমার মা প্রায় দুই বছর আগে মারা গছেনে। তনিি যখন হাসপাতালে ছলিনে তখন প্রায়ই আমরা চকলটে, মা'মূল বস্কিুট বা এ জাতীয় কছিু নয়িে যতোম। আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে কয়কেবার টাকা-পয়সাও নয়িে গয়িছেি এবং নার্সদরেকে দয়িছেি যাতে করে তারা ভালোমেত আমার মায়রে দখোশনো করে। যদওি আমি সে সময়ে এক মুহূর্তরে জন্যও ভাবতাম না যে এটি ঘুষ। এখন আমার অতীতরে কথা স্মরণ করলে মনে হয় যে এটি ঘুষ। এ নয়িে আমি অনুতপ্ত এবং আমি লানতপ্রাপ্ত হতে চাই না। আমি যদি এই পাপ ছড়েে দইি এবং অনুতপ্ত হই তাহলে আমার রব আমার তাওবা কবুল করার জন্য আমার উপর আর কী কী করা আবশ্যক? আমার গত দুই বছররে নামায এবং রোযার কি কোনো সমস্যা হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

উপহার দয়ো মুস্তাহাব; যহেতেু উপহাররে মাধ্যমে পারস্পরকি সৌহার্দ্য তরৈি হয় এবং মুসলমি ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়।

আর ঘুষ হারাম বষিয়; যহেতেু এর মাধ্যমে যুলুম করা হয়, অন্যরে অধকিার খর্ব করা হয় এবং স্বার্থপরতা ও আত্মকনে্দ্রকিতার ভতি প্রতষ্ঠিা করা যায়।

সুতরাং এ দু'টরি মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট। কোনো ব্যক্তকিে ভালোবাসার কারণে তাকে উপহার প্রদান করা হয়। অন্যদকিে ব্যক্তি ঘুষ প্রদান করে যাতে করে সে তার অধকিার নয় এমন কছিু অর্জন করতে পারে অথবা নজিরে কোনো অধকিার

বাতলি করতে পারে।

আর চাকুরজিীবীদরে যে উপহার দওেয়া হয় সটেি যদি কর্মক্ষত্রেে তাদরে ক্ষমতার কারণে প্রদান করা হয়, যমেন: সে যদি বস বা বচিারক হয়, তাহলে এমন উপহার দয়ো হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি প্রদান করতে নষিধে করছেনে। কারণ এই উপহার বস অথবা বচিারকরে নকৈট্য অর্জনরে জন্য উপহারদাতার একটি মাধ্যম হতে পারে। ফলে পরচিালক তার প্রতি পক্ষপাতত্বি করবে এবং এমন কছিু তাকে দয়িে দবিে যা পাওয়ার অধকিার তার নইে।

এর উপর ভত্তিি করে বলা যায়, একজন চাকুরজিীবী কর্মক্ষত্রেে তার বান্ধবীকে যা প্রদান করে সটেি উপহার; ঘুষ নয়। কনেনা এটরি কারণ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা। যাকে উপহার দওেয়া হলো তার এমন কোনো কর্তৃত্ব নইে যার দ্বারা তার পক্ষ থকেে উপহার প্রদানকারীর প্রতি পক্ষপাতত্বি করার আশা করা যায়। অন্যদকিে বসকে প্রদত্ত উপহার ঘুষ কংিবা ঘুষরে মাধ্যম। কারণ চাকুরীজীবী নারীদরে উপর পরচিালকরে ক্ষমতা আছে। এই উপহার তার কছিু সদ্ধিান্তকে প্রভাবতি করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বধিায় (139393) নং ফতোয়াটি পড়ুন।

তবে যৎসামান্য বষিয় (যমেন: চকলটে বতিরণ) মানুষ স্বাভাবকিভাবে করে থাকে। তারা এটাকে ঘুষ মনে করে না। বশিষেতঃ যদি বসকে বশিষেভাবে কছিু না দয়িে সকল কর্মচারীর মাঝে বতিরণ করা হয়। সকলকে দওেয়া হলওে বসকে না দওেয়া হয় কোনোভাবে উচতি হবে না এবং খুবই বমোনান হবে!!

দুই:

চকিৎিসক অথবা নার্সকে রোগী বা তার পরবিাররে পক্ষ থকেে কোনো উপহার দওেয়া উচতি হবে না। কারণ এতে করে নার্স ঐ রোগীকে বশেি গুরুত্ব দয়ে। ফলস্বরূপ অন্য সব রোগীকে কম গুরুত্ব দয়ে। কখনো এমন হয়ে যায় যে ঐ নার্সকে এই উপহার না দলিে সে রোগীদরে প্রতি তার আবশ্যকীয় দায়ত্বি পালন করে না।

তবে সামান্য বষিয়গুলো এক্ষত্রেে উপক্ষো করা যায়। যমেন: চকলটে ও অন্যান্য বষিয় সাধারণত মানুষ যা সহষ্ণিুভাবে দখে।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহু তায়ালাকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

‘চকিৎিসা করার পর ডাক্তারকে উপহার হসিবেে যা দওেয়া হয় সটেরি বধিান কী? এটি কি বধৈ তথা জায়যে; নাকি হারাম?’

তনিি উত্তর দনে: “যদি ডাক্তার সরকারী হাসপাতাল অথবা সরকারী ক্লনিকিে চাকুরি করে তাহলে তাকে কছিু দওেয়া যাবে না। কন্তিু, যদি কাজ শষে করার পর কোনো রকমরে পূর্ব প্রতশ্রিুতি ছাড়া দওেয়া হয় তাহলে সম্ভবত কোনো সমস্যা নইে। কন্তিু এটি ত্যাগ করাই নরিাপদ। এমনকি যদওি চকিৎিসার পরে এটি দওেয়া হয়। কারণ ভতের থকেে সে এর সাথে খাপ খয়েে

যতে পারে। তখন তাকে বশে গুরুত্ব দবি, আর অন্যদরেকে অবহলো করবে। আমার দৃষ্টভিঙ্গি হচ্ছে তাকে কছিুই না দওেয়া; এমনকি চকিৎিসা শষে হওয়ার পরওে। যাতে করে এই পথ রুদ্ধ করে রাখা যায় এবং নানারকম কৌশল রুখে দওেয়া যায়। অতএব, তাকে কোনো কছিু দওেয়া উচতি হবে না। বরং তার জন্য দোয়া করবে। তার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ যনে তাকে তৌফকি দান করনে এবং সাহায্য করনে। এবং এভাবে বলবে: জাযাকাল্লাহু খাইরা (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতদিান দনি)। আমরা এই ভালো কথার মাধ্যমে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য ও তৌফকি প্রার্থনা করছি।”[সমাপ্ত][নূরুন আলাদ্দারব: (১৯/৩৮০-৩৮১)]

ইতঃপূর্বে এই ওয়বেসাইটরে (83590) নং ফতোয়ায় বর্ণনা করা হয়ছে যে: চাকুরি করার কারণে চাকুরজিীবীদরেকে মানুষদরে উপহার প্রদান করা জায়যে নইে।

যদি মুসলমি কোনো হারাম কাজ করে অথচ সে জানে না যে এটি হারাম তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দবিনে। আল্লাহ তায়ালা বলনে:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

“তোমরা ভুল করলে তোমাদরে কোনো পাপ হবে না। কন্তিু ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করলে ভন্নি কথা (পাপ হব); আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আহযাব: ৫]

এই বধিান যে জানে না সে ইচ্ছাকৃত পাপ করনে। এটি আপনার পূর্ববর্তী ইবাদত তথা নামায ও রোযাকে প্রভাবতি করবে না। যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে সুদ খয়েছে তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলনে:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“প্রভুর কাছ থকেে উপদশে আসার পর কউে যদি (সুদ খাওয়া থকেে) বরিত হয় তাহলে আগে যা (নওেয়া) হয়ছে তা তারই থাকবে এবং তার বষিয়টি (ফয়সালার ভার) আল্লাহর কাছে (ন্যস্ত থাকব)। আর যারা ফরিে যাবে (অর্থাৎ পুনরায় সুদ খাব) তারা জাহান্নামরে অধবিাসী হব, সখোনে তারা চরিকাল থাকব।”[সূরা বাকারা: ২৭৫]

হে আল্লাহর বান্দী! জনেে রাখুন, আপনি যা উল্লখে করছেনে তার সাথে আপনার ইবাদত এবং আনুগত্যরে কোনো সম্পৃক্ততা নইে; হোক সটেি নামায, রোযা, যাকাত অথবা অন্য কছিু। হোক সটেি আপনার দ্বারা সংঘটতি বধৈ কংিবা হারাম কাজ। আপনি যে আমলই করনে না কনে, অন্য কোনো ভুল করার কারণে সটেি নষ্ট হবে না। তাহলে যখোনে আপনি ভুল করার সময় সটেি ভুল হসিবেে জানতনেই না সটেরি ক্ষত্রেে কী করে হয়? আর যদি বষিয়টি বাস্তবে বধৈ-ই হয়ে থাক, কোনো ভুল না হয়ে থাক, সটেরি ক্ষত্রেে কী করে হতে পার?!

আপনাকে আমরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপদেশ দিব সেটি হলো: আপনি এই সমস্ত ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিবেন। আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাইবেন। এগুলোর দিকে ফিরেও তাকাবেন না। এগুলোকে পরোয়া করবেন না। এগুলো যখন আপনাকে পেয়ে বসবে তখন আপনার দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দিবে।

আমাদের ওয়েবসাইটে ওয়াসওয়াসা এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে বহু উত্তর রয়েছে, সেগুলো দেখা এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার অনুরোধ রইল। আমরা আপনাকে এ পরামর্শও দিবো, আপনি নির্ভরযোগ্য কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাবেন। কারণ উভয় প্রকার চিকিৎসার মাঝে সমন্বয় ঘটাতে তথা জ্ঞানগত, আচরণগত ও ঈমানী চিকিৎসার সাথে সাথে বস্তুগত ডাক্তারি চিকিৎসার সমন্বয় ঘটালে আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং ওয়াসওয়াসার অবসাদ থেকে আপনাকে নিস্তার দিবে, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।